আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"প্রতিদিন মানুষের (ঘুমের সময়) মৃত্যু হয়, তবুও মানুষ তার নিশ্চিত মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে মোটেই চিন্তা ভাবনা করছে না।"**

মানুষ তো বিচারের দিনের কথা ভুলে বসে আছে। দুনিয়ার জীবন শেষ নয়। আখেরাতে দুনিয়ায় সমস্ত কাজের হিসাব দিতে হবে। মৃত্যুর ফেরেশতা উপস্থিত হয়ে গেলে ঈমান আনয়ন কোন কাজে দেবে না।

এ সম্পর্কিত পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো মনোযোগ দিয়ে বার বার তেলাওয়াত করুন। অর্থ বুঝে বুঝে অধ্যায়ন করুন। এবং আল্লাহ কি বলেছেন গভীরভাবে চিন্তা করুন। দুনিয়ামুখী না করে জীবনকে আল্লাহমুখী ও আখেরাতমুখী করুন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল যুমার ৩৯:৪২

১. আল্লাহ সমস্ত প্রাণীর ওফাত (মৃত্যু) ঘটান তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু এখনো আসেনি তাদের প্রাণ নিদ্রার সময়।

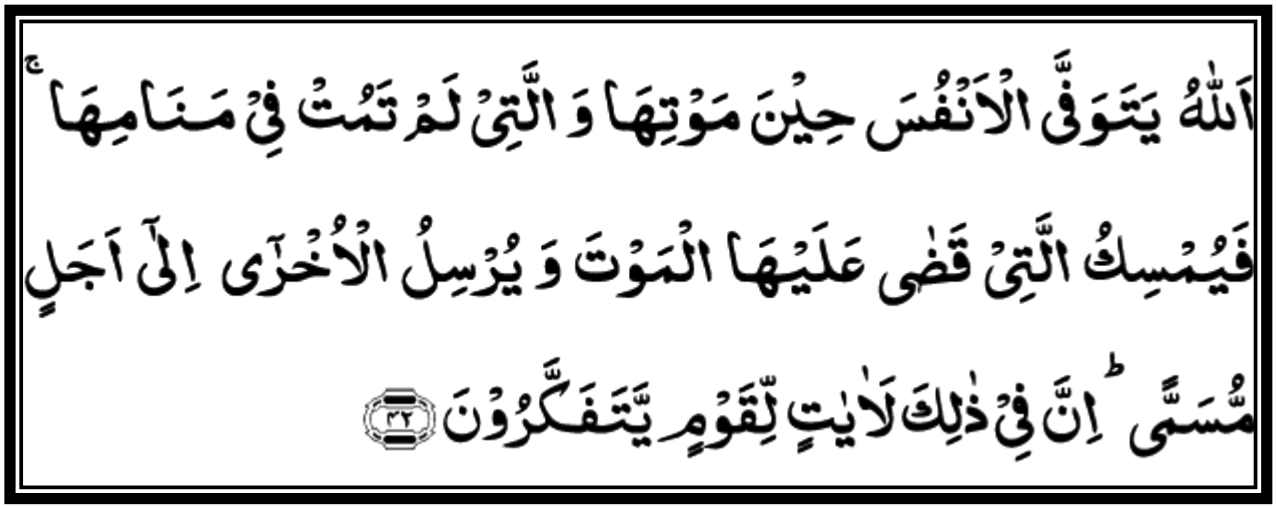
اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَ الَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ
فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰٓى اَجَلٍ
مُّسَمًّى ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۴۲﴾

আল্লাহই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের তাহাদের মৃত্যুর সময় এবং যাহাদের মৃত্যু আসে নাই তাহাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। অতঃপর তিনি যাহার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তাহার প্রান তিনি রাখিয়া দেন এবং অপরগুলি ফিরাইয়া দেন, এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। ইহাতে অব্যশই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। (সূরা আল যুমার ৩৯:৪২)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আল মুমিনুন ২৩:৯৯,১০০</u>

২. যখন তাদের কারো মৃত্যুর সময় এসে পড়ে তখন সে বলে: প্রভু; আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠান। যাতে আমি ভালো কাজ করতে পারি, যা আমি আগে করিনি। কখনো নয়, এত কথার কথা মাত্র। আর তাদের সামনেই আছে বরযখ পুনরুত্থান কাল পর্যন্ত।

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ۙ﴿۹۹﴾

যখন উহাদের কাহারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ করো।' (সূরা আল মুমিনুন ২৩:৯৯)

لَعَلِّيْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ؕ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ؕ وَ
مِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿۱۰۰﴾

যাহাতে আমি সৎকর্ম করিতে পারি যাহা আমি পূর্বে করি নাই। না, ইহা হইবার নয়। ইহা তো উহার একটি উক্তি মাত্র। উহাদের সম্মুখে বারযাখ থাকিবে উত্থান দিবস পর্যন্ত। (সূরা আল মুমিনুন ২৩:১০০)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আলে ইমরান ৩:১৬৮</u>

৩. যারা যুদ্ধে না গিয়ে তাদের ভাইদের সম্পর্কে বলেছিল, তারা যদি আমাদের কথা শুনতো, তবে নিহত হতো না। তাদের বলো: তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে নিজেদেরকে মরণ থেকে রক্ষা করো।

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَ قَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ؕ قُلْ
فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۶۸﴾

যাহারা ঘরে বসিয়া রহিল এবং তাহাদের ভাইদের সমন্ধে বলিল, তাহারা আমাদের কথামতো চলিলে নিহত হইতো না, তাহাদেরকে বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে নিজেদেরকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করো।' (সূরা আলে ইমরান ৩:১৬৮)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আন নিসা ৪:৭৮</u>

৪. তোমরা যেখানেই অবস্থান করো না কেন, মউত তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি তোমরা উঁচু মজবুত দুর্গে অবস্থান করলেও।

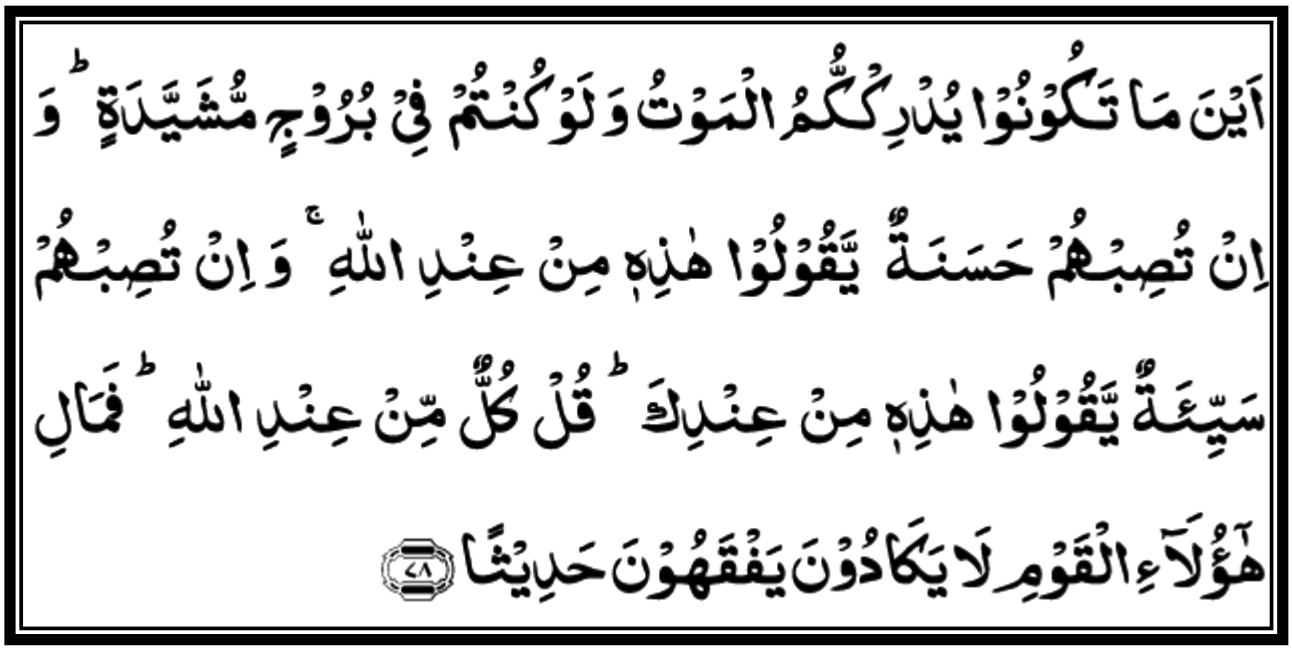
أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَ
إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُولُوا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ
سَيِّئَةٌ يَّقُولُوا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ۗ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ فَمَالِ
هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾

তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাইবেই, এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও। যদি তাহাদের কোনো কল্যাণ হয় তবে তাহারা বলে, ইহা আল্লাহর নিকট হইতে। বল, সবকিছুই আল্লাহর নিকট হইতে। এই সম্প্রদায়ের হইলো কি যে, ইহারা একেবারেই কোনো কথা বোঝে না!
(সূরা আন নিসা ৪:৭৮)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আল আনআম ৬:৯৩</u>

৫. তুমি যদি দেখতে এই যালিমরা যখন মৃত্যু যন্ত্রনায় কাতরাবে।

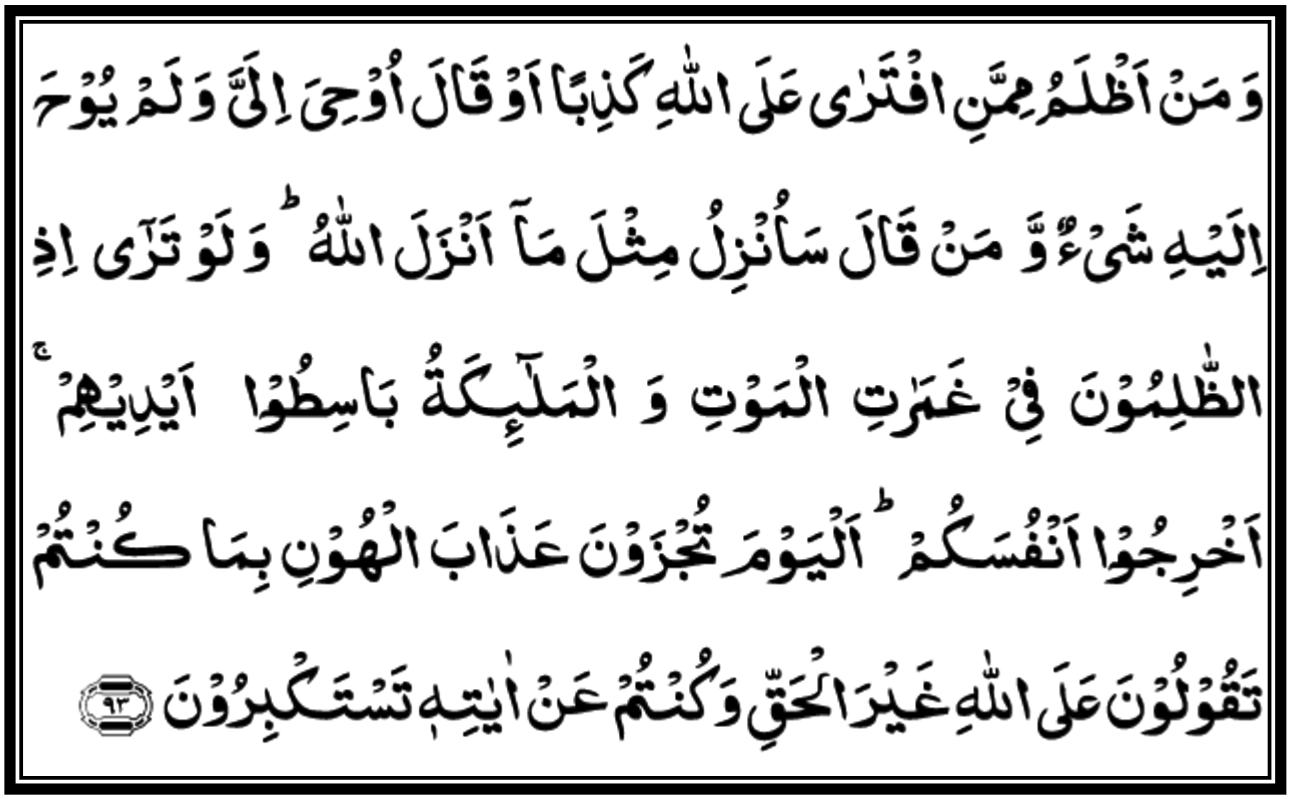
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ
إِلَيْهِ شَيْءٌ وَّ مَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ ۗ وَلَوْ تَرٰى إِذِ
الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْا أَيْدِيْهِمْ ۚ
أَخْرِجُوْا أَنْفُسَكُمْ ۗ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ
تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٩٣﴾

তাহার চেয়ে বড় জালিম আর কে, যে আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে, 'আমার নিকোট ওহী হয়' যদিও তাহার প্রতি নাযিল হয় না এবং যে বলে, আল্লাহ যাহা নাজিল করিয়াছে আমিও উহার অনুরূপ নাজিল করিব? যদি তুমি দেখিতে পাইতে যখন জালিমরা মৃত্যুযন্ত্রণায় রহিবে এবং ফিরিশতাগণ হাত বাড়াইয়া বলিবে, 'তোমরা প্রাণ বাহির করো! তোমরা আল্লাহ সমন্ধে অন্যায় বলিতে ও তাহার বিধান সমন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে, সেজন্য আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হইবে।
(সূরা আল আনআম ৬:৯৩)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা ক্বাফ ৫০:১৯</u>

৬. মৃত্যু যন্ত্রনা সত্যি সত্যিই আসবে। এ থেকেই তোমরা অব্যাহতি চেয়ে আসছো।

وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۗ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿١٩﴾

মৃত্যু যন্ত্রনা সত্যই আসিবে; ইহা হইতে তোমরা অব্যাহতি চাহিয়া আসিয়াছ। (সূরা ক্বাফ ৫০:১৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল জুমুয়া ৬২:৮

৭. (হে নবী) বল, তোমরা যে মউত থেকে পালাচ্ছো, সে মউত তোমাদের সাথে অবশ্যই মোলাকাত করবে।

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ
عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

বলো,'তোমরা যে মৃত্যু হইতে পলায়ন করো সেই মৃত্যু তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই সাক্ষাৎ করিবে। অতঃপর তোমরা প্রত্যাণিত হইবে অদৃশ্যও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট এবং তিনি তোমাদেরকে জানাইয়া দিবেন যাহা তোমরা করিতে। (সূরা আল জুমুয়া ৬২:৮)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল মুনাফিকুন ৬৩:১০,১১

৮. আল্লাহ কখনো দেরি করেন না, যখন কারো (মৃত্যুর) নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয়ে যায়।

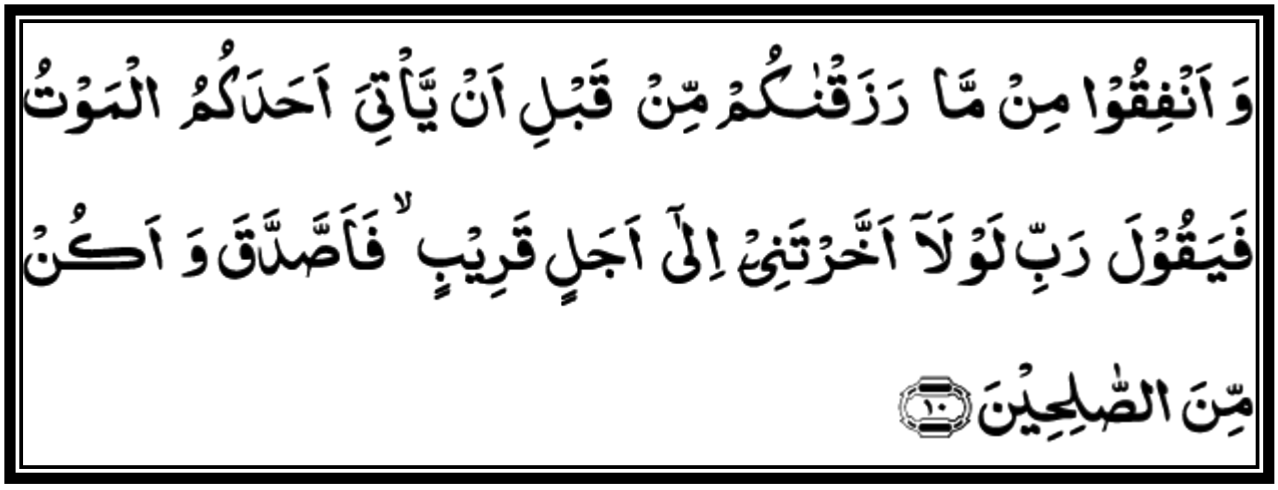
وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ
مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তোমরা তাহা হইতে ব্যয় করিবে তোমাদের কাহারো মৃত্যু আসিবার পূর্বে। অন্যথায় মৃত্যু আসিলে সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকা দিতাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম! (সূরা আল মুনাফিকুন ৬৩:১০)

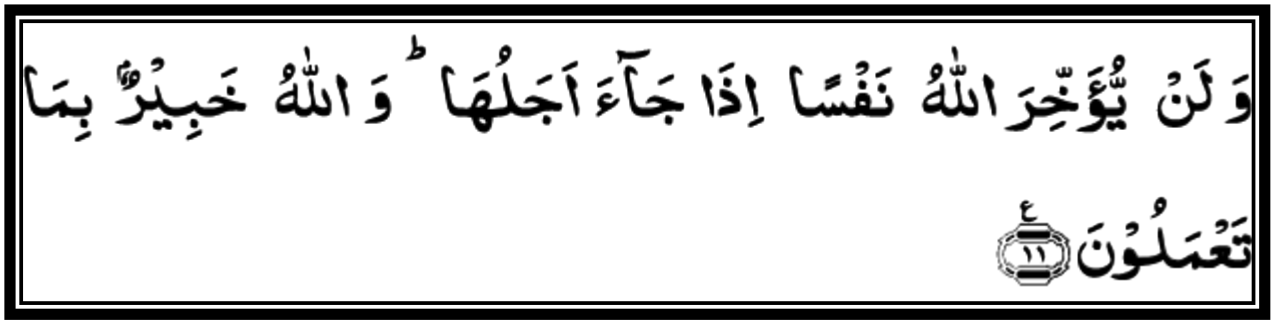
وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ ﴿١١﴾

কিন্তু যখন কাহারো নির্ধারিত কাল উপস্থিত হইবে, তখন আল্লাহ তাহাকে কিছুতেই অবকাশ দিবেন না। তোমরা যাহা করো আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (সূরা আল মুনাফিকুন ৬৩:১১)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আল কিয়ামা ৭৫:২৬ থেকে ৩০</u>

৯. কখনো নয়, যখন প্রান হবে কণ্ঠাগত, এবং বলা হবে কে রক্ষা করবে তাকে? তখন সে বিশ্বাস করবে, তার বিদায়ের সময় উপস্থিত। তখন পায়ের সাথে পা জড়িয়ে যাবে। সেদিন সব কিছু নিয়ে যাওয়া হবে তোমার প্রভুর কাছে।

كَلَّآ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾

কখনো নয়, যখন প্রান কণ্ঠাগত হইবে, (সূরা আল কিয়ামা ৭৫:২৬)

وَقِيْلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾

এবং বলা হইবে, কে তাহাকে রক্ষা করিবে? (সূরা আল কিয়ামা ৭৫:২৭)

وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾

তখন তাহার প্রত্যয় হইবে যে, ইহা বিদায়ক্ষণ। (সূরা আল কিয়ামা ৭৫:২৮)

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾

এবং পায়ের সঙ্গে পা জড়াইয়া যাইবে। (সূরা আল কিয়ামা ৭৫:২৯)

اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ۨالْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾

সেই দিন তোমার প্রভুর নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যাণিত হবে। (সূরা আল কিয়ামা ৭৫:৩০)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u>   <u>সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৮৩ থেকে ৮৭</u>

১০. যখন তোমাদের প্রান এসে পড়বে কণ্ঠনালীতে, তখন তোমরা তাকিয়ে থাকবে এক দৃষ্টিতে, আর আমরা তোমাদের চাইতেও তার নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখতে পায় না। তোমরা যদি পুনরুত্থান ও প্রতিদান দিবসকে মেনে না নেও, তবে তোমরা তা (জীবন) ফিরাও না কেন তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে?

فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ﴿٨٣﴾

পরুন্তু কেন নয়-প্রান যখন কণ্ঠাগত হয়, (সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৮৩)

وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ﴿٨٤﴾

এবং তখন তোমরা তাকাইয়া থাক, (সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৮৪)

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ﴿٨٥﴾

আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তাহার নিকটতর কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও না। (সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৮৫)

فَلَوْلَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ﴿٨٦﴾

তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও! (সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৮৬)

تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٨٧﴾

তবে তোমরা উহা ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৮৭)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আলে ইমরান ৩:১৮৫</u>

১১. প্রত্যেক ব্যক্তিই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ ۖ
فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَوٰةُ
الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

জীবনমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হইবে। যাহাকে অগ্নি হইতে দূরে রাখা হইবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হইবে সেই সফলকাম এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। (সূরা আলে ইমরান ৩:১৮৫)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আল আম্বিয়া ২১:৩৫</u>

১২. প্রত্যেক ব্যক্তিই গ্রহণ করবে মৃত্যুর স্বাদ।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَ
إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

জীবনমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে; আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা প্রত্যাণিত হইবে। (সূরা আল আম্বিয়া ২১:৩৫)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আনকাবুত ২৯:৫৭</u>

১৩. প্রত্যেক ব্যক্তিই গ্রহণ করবে মৃত্যুর স্বাদ।

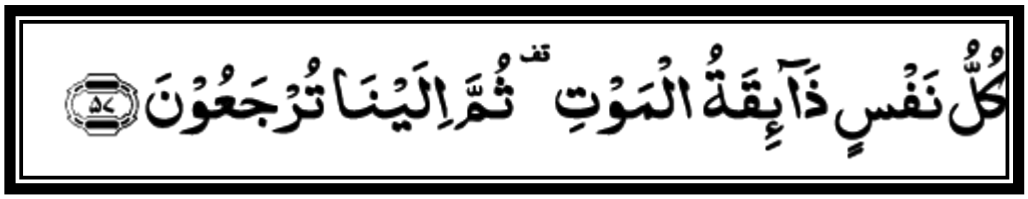

জীবনমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারি; অতঃপর তোমরা আমার নিকোটি প্রত্যাবর্তিত হইবে।
(সূরা আনকাবুত ২৯:৫৭)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আন নিসা ৪:১৮</u>

১৪. যারা (দুনিয়ায়) মন্দ কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। অতঃপর যখন তাদের কারো মউত এসে হাজির হয়, তখন সে বলে: আমি এখন তওবা করছি।

তওবা তাহাদের জন্য নহে যাহারা আজীবন মন্দ কাজ করে, অবশেষে তাহাদের কাহারো মৃত্যু উপস্থিত হইলে সে বলে, 'আমি এখন তওবা করিতেছি' এবং তাহাদের জন্য নহে, যাহাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছি। (সূরা আন নিসা ৪:১৮)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আল মূলক ৬৭:২</u>

১৫. তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন মউত এবং হায়াত তোমাদের পরীক্ষা করার জন্যে যে, তোমাদের মাঝে আমলের দিক দিয়ে কে উত্তম?

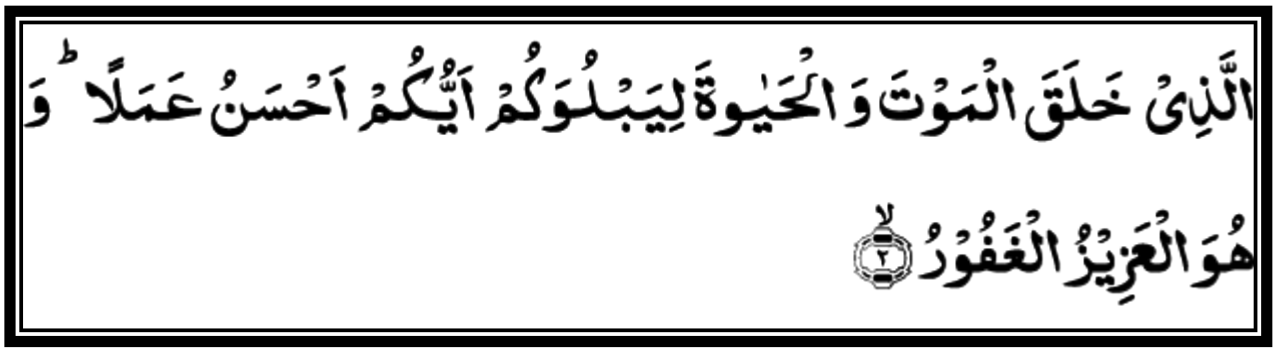
الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَ
هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۙ﴿۲﴾

যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করিবার জন্য-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (সূরা আল মূলক ৬৭:২)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আল ইমরান ৩:১৪৫</u>

১৬. আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যক্তিই মরতে পারে না। কারণ মৃত্যুর সময় নির্ধারিত।

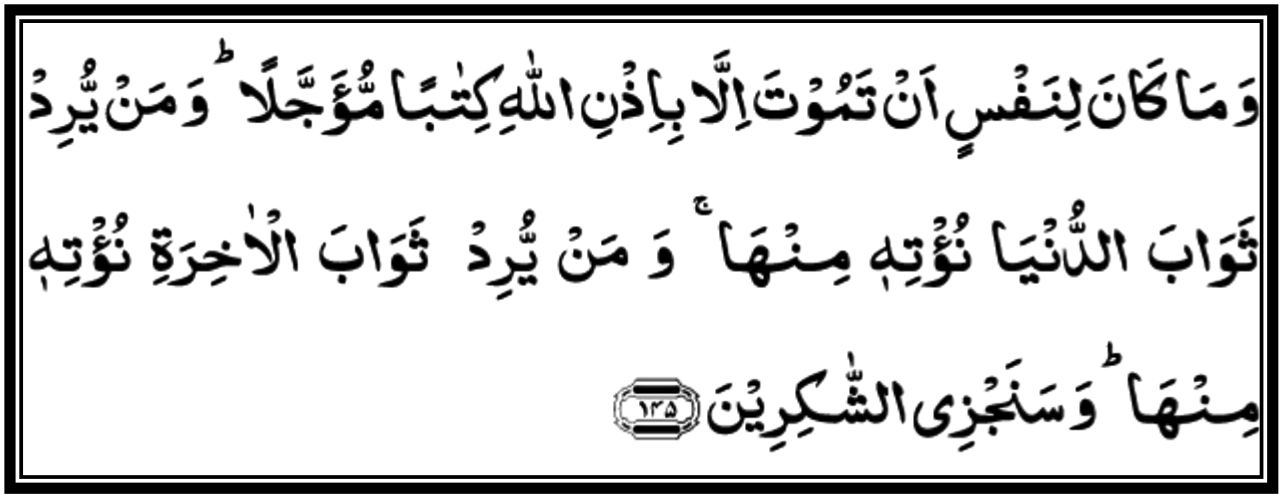
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ وَمَنْ يُّرِدْ
ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَ مَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ
مِنْهَا ؕ وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ﴿۱۴۵﴾

আল্লাহর অনুমতি ব্যাতিত কাহারো মৃত্যু হইতে পারে না, যেহেতু উহার মেয়াদ অবধারিত। কেহ পার্থিব পুরুস্কার চাহিলে আমি তাহাকে তাহার কিছু দেই এবং কেহ পারলৌকিক পুরস্কার চাহিলে আমি তাহাকে তাহার কিছু দেই এবং শীঘ্রহি কৃতজ্ঞদের পূরস্কৃত করিব। (সূরা আল ইমরান ৩:১৪৫)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা লুকমান ৩১:৩৪</u>

১৭. কোন ব্যক্তিই জানে না কোনো স্থানে হবে তার মরণ।

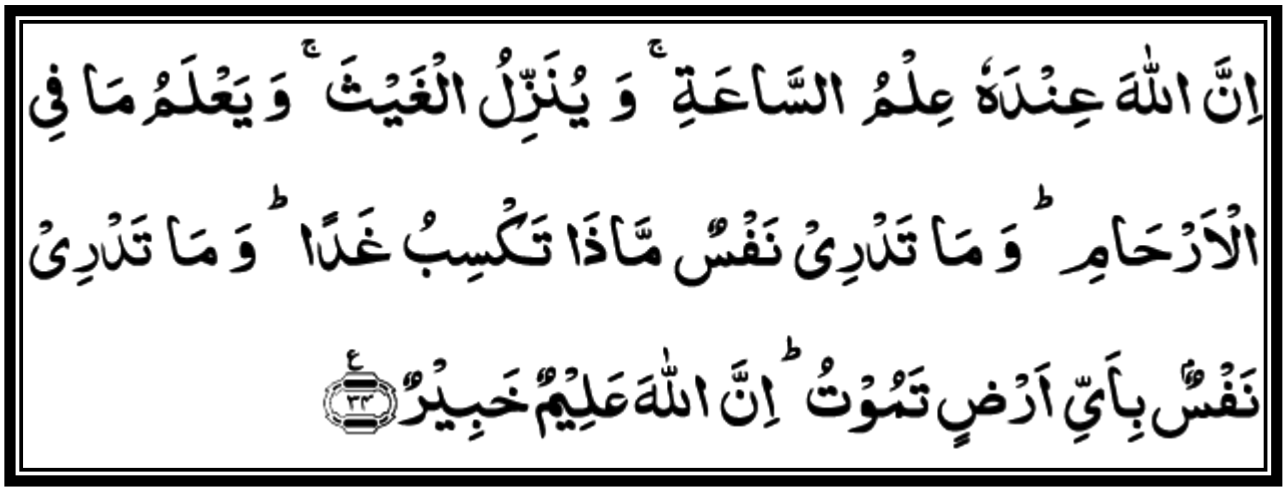
إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَ يَعْلَمُ مَا فِي
الْأَرْحَامِ ۖ وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَ مَا تَدْرِي
نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট রহিয়াছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যাহা জরায়ুতে আছে। কেহ জানে না আগামীকল্য সে কি অর্জন করিবে এবং কেহ জানে না কোন স্থানে তাহার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত। (সূরা লুকমান ৩১:৩৪)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসুন মৃত্যু আসার পূর্বেই আমাদের আমল সহিহ করে নেই।

আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক হেদায়াত দান করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/